যুগান্তর

তারিখ 31 AUG 2015
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৬

চাঁদার টাকায় চলছে পাঠদান

শার্শায় ৬৮ বিদ্যালয় ভবন পরিত্যক্ত : শিক্ষকের ৮৯ পদ শূন্য

বেনাপোল প্রতিনিধি

রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে বই আর চাটাই নিয়ে খোলা আকাশের নিচে পাঠ গ্রহণ করছে যশোরের শার্শা উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামের শিক্ষার্থীরা। ভাঙা স্কুলে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় খোলা আকাশের নিচে বসেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের। যশোরের সীমান্তবর্তী শার্শা উপজেলার ছোটআঁচড়া, ঘিবা, রঘুনাথপুর, পাতাপাড়া, টেংরা, গয়ড়া, গাতিপড়া, বালুণ্ডা, নিজামপুর, বেনাপোল, পাকশি, সাড়াতলা, নাভারন বেড়ি নারাণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উলাশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুলঘরে জায়গা সংকুলান না হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে। পরিত্যক্ত বিল্ডিং ভেঙে পড়ার ভয়ে উলাশী গ্রামের শিক্ষানুরাগীরা চাঁদা তুলে বাঁশ আর টিনের চাল দিয়েম তৈরি করেছে। এসব স্কুলের শিক্ষকরা জানালেন, জরাজীর্ণ ভবন আর স্কুলে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় খোলা আকাশের নিচে ক্লাস নিতে হয়। নিজামপুর হাইস্কুলের শিক্ষার্থী তানজিলা খাতুন বলেন, গ্রীষ্মকালে প্রখর রোদে আর বর্ষাকালে বৃষ্টির পানিতে ভিজে তাদের ক্লাস করতে হয়। ডিজিটাল এ যুগে উন্নত ভবনে ক্লাস করতে চান তারা। একই কথা বলে ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী খাদিজা খাতুন, ক্লাস রুম সংকটের কারণে তাদের অনেক কষ্ট পোহাতে হয়। এতে করে তাদের রেজাল্টও খারাপ হয়ে যায়। ডিহি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান বলেন, ঝড়ে উড়ে গেছে অনেক প্রতিষ্ঠানের ঘরের চাল ও বেড়া। এলাকার শিক্ষার্থীরা খোলা আকাশের নিচে, কখনও গাছের নিচে করছে ক্লাস। তবে তিনি নিজের আর্থিক অনুদান ও এলাকাবাসী, জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ইমারত নির্মাণে চেষ্টা করছেন বলে জানান। শার্শা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবদুর রব জানান, এ উপজেলায় ১২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষক রয়েছে মাত্র ৬৭৪ জন। ৮৯ জন শিক্ষকের শূন্যপদ থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া ৬৮টি স্কুলের জরাজীর্ণ ভবনকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এ উপজেলায় যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে তার মধ্যে ৪০টি বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা জরাজীর্ণ। আমরা এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তাছাড়া অধিক শিক্ষার্থী হওয়ায় স্কুলে ক্লাস রুমের বেশ সংকট রয়েছে।